জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯: ইসলামি নির্দেশনার আলোকে একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ নুরুল আমিন*
মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইন রাসেল**

Abstract

Consumer rights are one of the principles of Islamic commercial law. Bangladesh government has already drafted a comprehensive law to protect consumer rights. The Act includes various remedial measures, preventive measures and penal measures. In this law, there is a system to eliminate all crimes committed at the stage of product production, sale and storage. Consumers in Bangladesh are already starting to reap the benefits of this law. Moreover, considering the country's majority Muslim population, this law needs to be reviewed from an Islamic perspective. Although there are various books, essays and articles related to consumer rights, no research has been conducted on the review of the 'Consumer Rights Protection Act 2009'. In this article, each section of the law has been analyzed and compared with Islamic guidelines. The successful implementation of the rules prescribed by Islam will play a helpful role in getting more benefits of this law. Making the majority Muslim population of Bangladesh aware of the issues of this law from an Islamic perspective and implementing the suggestions presented in the article at the policy-making level will play a positive role in protecting consumer rights.

চাবিশব্দ:ভোক্তা, পণ্য, সেবা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য

উপস্থাপনা

ভোক্তা অধিকার ইসলামি বাণিজ্যিক আইনের অন্যতম নীতি। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন রচনা করেছে। এ আইনে বিভিন্ন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ আইনে পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে, বিক্রয় ও সংরক্ষণ পর্যায়ে সৃষ্ট সকল অপরাধ নির্মূলের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের ভোক্তারা ইতোমধ্যে এ আইনের সুফল পেতে শুরু করছে। তদুপরি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় এ আইন ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ থাকলেও 'ভোক্তা অধিকর সংরক্ষণ আইন ২০০৯' এর পর্যালোচনাপূর্বক কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এ প্রবন্ধে উক্ত আইনের প্রতিটি ধারা বিশ্লেষণপূর্বক ইসলামি নির্দেশনার সাথে তুলামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইসলাম নির্দেশিত বিধানাবলির সফল বাস্তবায়ন এ আইনের অধিকতর সুফল লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ আইনের বাস্তবায়নে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম প্রশংসার দাবিদার।

*অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
** পিএইচডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

১. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ : সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ প্রণয়নের আগে সীমিতভাবে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে ভোক্তাধিকার সংরক্ষিত হতো। ভোক্তা অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার আগে কমবেশি ৪০টি আইন ও ধারা বিচ্ছিন্নভাবে ভোক্তা অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো- The Drug Act-1940, Essential Commodities Act-1957 (Act No.3,1957), The Pure Food Ordinance-1957, Essential Commodities (Storage Keeping and disposal) Order-1973, The Special Powers Act-1974, The Bangladesh Hotel and Restaurant Ordinance, 1982 and Bangladesh Standard and Testing Institute Ordinance,১৯৮৫ ইত্যাদি। অবশেষে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও কার্যকর আইন হিসেবে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' প্রণীত হয়। এ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে- "যেহেতু ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।"[১]

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা হলেও এর পেছনে যে উদ্দেশ্য থাকে তা হলো ভোক্তার চাহিদা পূরণ। সুতরাং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ভোক্তার অধিকারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হলো–

১.১. ভোক্তা পরিচিতিঃ (অধ্যায়-১) প্রতিটি আইনের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হলো বিভিন্ন পরিভাষার সংজ্ঞায়ন। তথা এ আইনের কোনো পরিভাষা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, তার একটি সুনির্দিষ্ট বিবরণ। এ আইনের প্রথম অধ্যায়ের ২ নং ধারায় বিভিন্ন পরিভাষা সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে। যেমন- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' অনুযায়ী "ভোক্তা হলেন এমন কোনো ব্যক্তি,- (ক) যিনি পুনঃবিক্রয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত– (অ) মূল্য পরিশোধে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোনো পণ্য ক্রয় করেন; (আ) আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে কোনো পণ্য ক্রয় করেন; বা (ই) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তির ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোনো পণ্য ক্রয় করেন; (খ) যিনি ক্রেতার সম্মতিতে দফা (ক) এর অধীন ক্রীত পণ্য ব্যবহার করেন; (গ) যিনি পণ্য ক্রয় করে তা, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বীয় জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করেন; (ঘ) যিনি, (অ) মূল্য পরিশোধে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোনো সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা (আ) আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে কোনো সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা (ই) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তির ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে কোনো সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা (ঙ) যিনি সেবা গ্রহণকারীর সম্মতিতে দফা (ঘ) এর অধীন গৃহীত কোনো সেবার সুবিধা ভোগ করেন।"[২]

১.২. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ। (অধ্যায়-২)ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে **১৩**টি ধারায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ নামে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। এ পরিষদের অধীনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন ও কার্যাবলি আলোচিত হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার পরিষদের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি হলো– ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশ প্রদান, বিভিন্ন প্রবিধানমালা প্রণয়ন, ভোক্তা-অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা, সরকারকে পরামর্শ প্রদান, গবেষণার ব্যবস্থা করা, মহাপরিচালক এবং অধিদপ্তরের কাজকর্ম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা, জেলা কমিটি

গঠন, উপজেলা কমিটি গঠন, ইউনিয়ন কমিটি গঠন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে যেকোনো ইতিবাচক কার্যাবলি সম্পাদন।[৫] ইতোমধ্যে সরকার ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, ১১ সদস্য বিশিষ্ট জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ১৮ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ২০ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করেছে।[৬]

১.৩. ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠান। (অধ্যায়-৩) এ অধিদপ্তর দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১.৪. জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম।[ধারা ৮(ঙ)-৮(ছ)] এ আইনের ৮(ঙ) ধারানুসারে ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। ৮(চ) ধারানুসারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের সুফল ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং ৮(ছ) ধারানুসারে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় গবেষণা করার নির্দেশনা রয়েছে।

১.৫. গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির ক্ষমতা। (ধারা-২৪) (১) মহাপরিচালক অথবা সরকারের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার যদি এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, (ক) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেছেন; বা (খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোনো বস্তু বা তা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো দলিল, কাগজপত্র বা কোনো প্রকার জিনিসপত্র কোনো স্থানে বা কোনো ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে; তাহলে, উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট উক্ত বস্তু, দলিল, কাগজপত্র বা জিনিসপত্র যে স্থানে রক্ষিত আছে সে স্থান তল্লাশির জন্য পরোয়ানা জারি করতে পারবে।

১.৬. ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ। (ধারা-২৭)ধারা ২৭ অনুসারে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা ক্ষেত্রমতে কোনো কর্মকর্তাকোনো দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদামে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোনো পণ্য বিক্রয় বা উৎপাদিত হচ্ছেকিংবা গুদামজাত করে রাখা হয়েছে এইরূপ প্রতীয়মান হলে ঐ দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ দিতে পারবেন। কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ করা হলে অধিদপ্তর নিয়মিত শুনানি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত করে ভোক্তা-অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করে এবং প্রকৃতই এই আইনের কোনো বিধানের লঙ্ঘনের ফলে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১.৭. মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বিধি নিষেধ। (ধারা-২৯)কোনো পণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হলে, মহাপরিচালকের পরামর্শক্রমে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোনোনির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ পণ্যের উৎপাদন, আমদানি বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নিদের্শ জারি করতে পারবে।

১.৮ তল্লাশির উদ্দেশ্যে যেকোনো স্থানে প্রবেশের ক্ষমতা ও নমুনা সংগ্রহ।এ আইনের ধারা ৩০ ও ৩১ অনুসারে ভোক্তা অধিকার লংঘন হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকলে সে স্থানে প্রবেশ ও সে স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে অধিদপ্তরকে।

১.৯ অপরাধের জন্য পণ্য বাজেয়াপ্ত করা । (ধারা-৩৩) এই আইনের কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে, যে পণ্য উপাদান, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

১.১০ ভেজাল পণ্য সরাসরি আটক ও নিষ্পত্তি। (ধারা-৩৬) এই আইনের অধীন অধীন গৃহীত কোনো অনুসন্ধানে, তদন্ত বা বিচার কার্যক্রমে যদি প্রতীয়মান হয়ে যে, কোনো পণ্য দৃশ্যতঃ ভেজাল এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে ভক্ষণের অযোগ্য বা মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং অনুরূপ অভিযোগ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় বা অস্বীকার না করা হয়, তাহা হলে উক্ত পণ্য সরাসরি আটক করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোনো প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত করা যাবে।

১.১১ পণ্যের মোড়ক ব্যবহার না করার দণ্ড(ধারা-৩৭)কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধি দ্বারা কোনো পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে থাকলে তিনি অনুর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১২ মূল্যের তালিকা প্রদর্শন না করার দণ্ড(ধারা-৩৮)কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করে তার দোকান বা প্রতিষ্ঠানে সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে পণ্যের মূল্যের তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করে থাকলে অনুর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১.১৩ সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করার দণ্ড(ধারা-৩৯)কোনো ব্যক্তি আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করে তার দোকান প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ না করলে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে উক্ত তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করলে তিনি অনুর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৪ ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করার দণ্ড (ধারা-৪০) কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোনো পণ্য ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করলে তিনি অনুর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৫ ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়ের দণ্ড(ধারা-৪১)কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করলে বা করতে প্রস্তাব করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৬ খাদ্য পণ্য নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণের দণ্ড(ধারা-৪২) মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোনো দ্রব্য, কোনো খাদ্য পণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণে কোনো আইন বা বিধির অধীন

নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ দ্রব্য কোনো খাদ্য পণ্যের সহিত মিশ্রিত করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৭ অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের দণ্ড(ধারা-৪৩)কোনো ব্যক্তি মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোনো প্রক্রিয়ায়, যাহা কোনো আইন বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোনো পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই বছর কারাদণ্ড, বা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৮ মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করার দণ্ড (ধারা-৪৪)কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৯ প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করার দণ্ড (ধারা-৪৫) কোনো ব্যক্তি প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২০ ওজন কারচুপির দণ্ড(ধারা-৪৬)কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুতি ওজন অপেক্ষা কম ওজনে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২১ বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপির দণ্ড (ধারা-৪৭) কোনো পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওজন পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রকৃত ওজন অপেক্ষা অতিরিক্ত ওজন প্রদর্শনকারী হলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২২ পরিমাপে কারচুপির দণ্ড(ধারা-৪৮)কোনো ব্যক্তি পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৩ দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপির দণ্ড(ধারা-৪৯)কোনো পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা কিছুতে কারচুপি করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৪ পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করার দণ্ড(ধারা-৫০)কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৫ মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করার দণ্ড(ধারা-৫১)কোনো ব্যক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করলে বা করতে প্রস্তাব করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৬ সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য করার দণ্ড(ধারা-৫২)কোনো ব্যক্তি, কোনো আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে সেবা গ্রহীতার জীবন বা

নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এমন কোনো কার্য করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৭ অবহেলা, ইত্যাদি দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য জীবনহানি, ইত্যাদির দণ্ড (ধারা-৫৩)কোনো সেবা প্রদানকারী অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসর্তকতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য বা জীবনহানী ঘটালে তিনি অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৮ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের দণ্ড(ধারা-৫৪)কোনো ব্যক্তি, কোনো ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীকে হয়রানি বা জনসমক্ষে হেয় করা বা তার ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করলে, উক্ত ব্যক্তি অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৯ অপরাধ পুনঃ সংঘটনের দণ্ড(ধারা-৫৫)এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তবে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রয়েছে এর দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.৩০ দ্রুত এবং সংক্ষিপ্তভাবে বিচার(ধারা- ৫৭,৫৮) এ আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার করতে হবে। এ বিচার যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করতে হবে।

১.৩১ বিচার পদ্ধতি(ধারা ৫৭-৬৪) এ আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে বিচার পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য, আমলযোগ্য ও আপোষযোগ্য হবে এবং **১**ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য হবে। অপরাধের কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট অভিযোগ দায়ের করতে হবে এবং অভিযোগ দায়েরের ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করা না হলে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করবেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে সেশন জজের আদালতে আপীল করা যাবে।

১.৩২ দেওয়ানি প্রতিকার (ধারা-৬৬-৬৮) এ আইনে ফৌজদারি কার্যক্রমের পাশাপাশি দেওয়ানি প্রতিকারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ভোক্তা চাইলে দেওয়ানি প্রতিকারও নিতে পারেন। ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ভোক্তা ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হলে ক্ষতির অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবী করে 'যুগ্ম জেলা জজ' আদালতে দেওয়ানি প্রকৃতির বা ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে পারবে। এবং যুগ্ম জেলা জজের রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে সরাসরি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করা যাবে। আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াও ক্রটিপূর্ণ পণ্যের প্রতিস্থাপনের নির্দেশ এবং ক্রটিপূর্ণ পণ্য ফেরত নিয়ে পণ্যের মূল্য বাদীকে ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

১.৩৩ অভিযোগ ও জরিমানার টাকা অভিযোগকারীর অংশ। (ধারা-৭৬) এই অধ্যাদেশের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে যেকোনো ভোক্তা (অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যতীত) মহাপরিচালক বা নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ দায়ের পরবর্তী তদন্তে অভিযোগটি সঠিক প্রমাণিত হলে জরিমানা দণ্ড আরোপ ও জরিমানা অর্থ আদায় হলে উক্ত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগকারীকে প্রদান করতে হবে।

২. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯-এর তৃতীয় অধ্যায়ের নির্দেশনা অনুসারে গঠিত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন বাজার অভিযান পরিচালনা, অভিযানে প্রাপ্ত অনিয়মের ভিত্তিতে দণ্ড আরোপ, নাগরিককর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করা, গণশুনানি, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো–

অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	দণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আদায়কৃত জরিমানার টাকার পরিমাণ
২০০৯-১০	৭	৫৪	১,৬৫,৫০০/-
২০১০-১১	১৭৪	১৫১২	১,৬৯,৬১,৩০০/-
২০১১-১২	৩৭১	২৬৫৫	২,৭১,৬৪,৩০০/-
২০১২-১৩	৫৪০	২৮৯৫	২,১৩,৬৯,৫০০/-
২০১৩-১৪	৭২১	২৮৪৪	১,৭৭,৩১,১০০/-
২০১৪-১৫	৮৪১	৩০২৪	২,০৩,৪০,৩৫০/-
২০১৫-১৬	১৩৯৪	৪৮৬৫	৩,২৩,৮২,০৫০/-
২০১৬-১৭	৩৪৩৭	৯৩০৬	৬,৮৭,০৯,৩০০/-
২০১৭-১৮	৪০৭৭	১১৭১৮	১৪,১৪,৭৮,২০০/-
২০১৮-১৯	৭৩৪৩	১৯২৩৪	১৫,৭২,৩৭,৮৫০/-
২০১৯-২০	১২৩৫১	২২২৪৪	১১,৯১,৪৭,২০০/-
২০২০-২১	১১৯৫৩	২২৯৯৬	১৩,৮৩,০৮,৩০০/-
২০২১-২২	১০৬২৫	২৫৬১৩	১৮,০৩,৬৪,৬০০/-

(জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১' ও 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২'-এর আলোকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সারণি)

২০০৯ থেকে অদ্যাবধি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার অভিযান পরিচালনা এ অধিদপ্তরের একটি সফলতম কার্যক্রম। কিন্তু দেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেসাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজার অভিযানের নিম্নমুখী চিত্র লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে

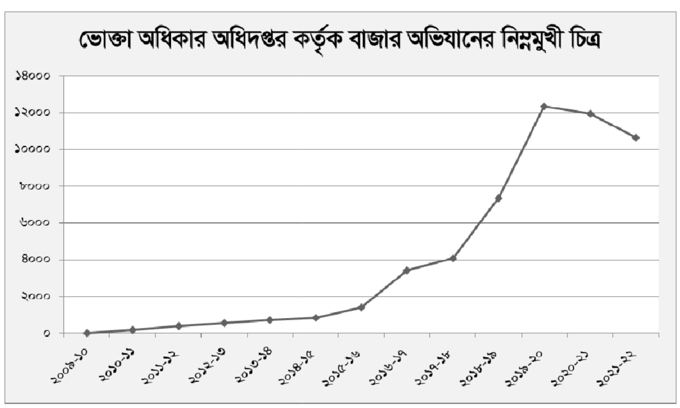

চিত্রে উপস্থাপিত-

(জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১' ও 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২'-এর আলোকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সারণি)

ভোক্তা পর্যায় থেকে বিভিন্ন অভিযোগ প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত অভিযোগের নিস্পত্তি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অন্যতম কার্যক্রম। নিম্নে অর্থবছর ভিত্তিক বিভিন্ন অভিযোগ প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত অভিযোগ নিস্পত্তির বিবরণ তুলে ধরা হলো–

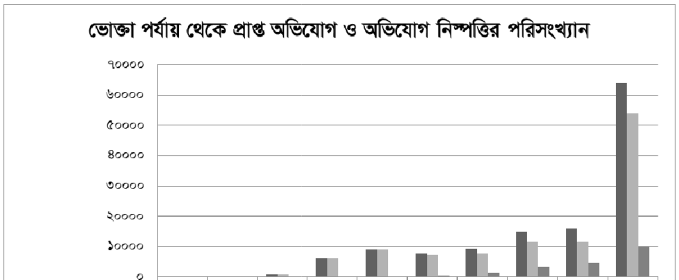

	২০০৯-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	সর্বমোট
প্রাপ্ত অভিযোগ	১৭৯	২৬৪	৬৬২	৬১৪০	৯০১৯	৭৫১৫	৯১৯৫	১৪৯১০	১৬০৫৪	৬৩৯৩৮
নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ	১৭৯	২৬৪	৬৬২	৬১৪০	৯০১৯	৭১৮৫	৭৬৬০	১১৬২৩	১১৪৮৭	৫৪২১৯
অনিস্পত্তিকৃত অভিযোগ	০	০	০	০	০	৩৩০	১৫৩৫	৩২৮৭	৪৫৬৭	৯৭১৯

(জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১' ও 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২'-এর আলোকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সারণি)

উপরিউক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অধিদপ্তরের অনিস্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় এ বিষয়ে আরো অধিক মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

ভেজাল প্রতিরোধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশহিসেবে অধিদপ্তর গণশুনানী, সচেতনতামূলক সভা, মতবিনিময় সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন ও পোস্টার, প্যাম্পলেট, লিফলেট, স্টিকার, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি বিতরণ করে থাকে। বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা ও ৪৩২ টি উপজেলা পর্যায়ে মোট ৭৪০ টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয়পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০৭৫ টি মতবিনিময়/সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও জনসচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩ লক্ষ প্যাম্পলেট, ৪ লক্ষ লিফলেট এবং ৩০ হাজার ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।[৮]

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জনবল সংকট প্রকট। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশের সকল ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠান দায়িত্বে নিয়োজিত সমগ্র দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী কোনো না কোনো প্রণ্যের ভোক্তা, আবার একজন ব্যক্তি একাই অসংখ্য পণ্যের ভোক্তা। অর্থাৎ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। এ বিশাল কর্মক্ষেত্র তদারকির জন্য ২০০৯ সালে অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সময় এ সংস্থার জন্য ১জন মহাপরিচালক, ২ জন পরিচালক, ১১

জন উপপরিচালক ও ৮৬ জন সহকারী পরিচালকসহ সর্বমোট ২৪০ জনের জনবল কাঠামো অনুমোদন করে। সরকার ইতোমধ্যে এ সংস্থার বৃহৎ কর্মপরিধি বিবেচনায় সংস্থার কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টিতে নতুন ১৪৮টি পদ সৃষ্টি করেছে।[৬] বর্তমানে এ সংস্থার জনবল ৩৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ২১৬ জন এবং শূন্যপদ ১৭২টি। অপ্রতুল জনবল কাঠামো ও বরাদ্ধকৃত জনবল সংকট এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সুফল পেতে জনগণ ব্যর্থ হচ্ছে। প্রধানকার্যালয়ের কার্যক্রম আমরা প্রায়শই মিডিয়ায় লক্ষ্য করলেও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম এখনো যথাযথভাবে দৃশ্যমান নয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জনবল পরিসংখ্যান

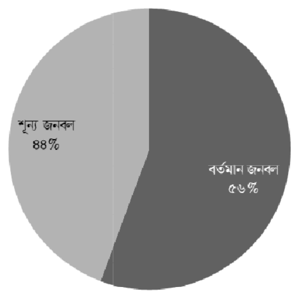

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান দেখে দৃশ্যমান যে, অধিদপ্তরের বর্তমান ৪৪% পদ জনবল শূন্য রয়েছে। তাছাড়া অধিদপ্তরের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী মিলিয়ে মোট ২১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন, কিন্তু এ ২১৬ জনই বাজারে অভিযান পরিচালনা করতে পারেন না। তাঁরা শুধু ওই ৮৫ জন কর্মকর্তার সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারেন। অথচ সদরদপ্তরসহ ৮টি বিভাগের পাশাপাশি ৬৪টি জেলায় অফিস রয়েছে। সর্বোপরি দেশের ১৭ কোটি ভোক্তার অধিকার রক্ষার্থে কার্যক্রম পরিচালনা করায় এ স্বল্প জনবল কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ৪৬৫ জন জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোক্তা অধিদপ্তরের জনবল সংকটের বিষয়ে কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, দেশের জনগণের সরাসরি দেখভাল করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ খুবই ভোক্তাবান্ধব। কিন্তু জনবল সংকটের কারণে এই আইনের সুফল পাচ্ছে না ভোক্তা। তাই প্রতিষ্ঠানটির জনবল বাড়াতে হবে। শুধু জনবল বাড়ালেই হবে না, ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় সারা দেশে আরো জোরালোভাবে অধিদপ্তরের কার্যক্রম চালাতে হবে।[৭]

৩. ইসলামি দৃষ্টিকোণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের পর্যালোচনা

ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, সেবা ও পণ্যের বিনিময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। এ নীতিমালায় ভোক্তার অধিকারের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে উল্লিখিত বিষয়াদি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

৩.১ ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন: ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে 'জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ', 'জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি', 'উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি', 'ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি' এবং

সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, সেবাপ্রদানকারী, খুচরা বিক্রেতাসহ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য বাজার তদারকি করতে নির্দেশনা দেয়। ইসলামি অর্থনীতিতে বাজারের সকল অসৎ প্রবণতা রোধকল্পে 'আল-হিসবা' ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মদিনায় মহানবি (সা.) বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাসুলল্লাহ (সা.) কখনো কখনো নিজেই বাজার পর্যবেক্ষণ করতেন,[৮] তবে এ কাজে তিনি সাঈদ ইবন আল আসবিন উমাইয়্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন।[৯]

৩.২ জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম:ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা করতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদেশ করেছে। ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিন্তা-গবেষণা করতে উৎসাহ দেয় এবং জনসচেতনতা তৈরি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োজনে অভিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,"জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।"[১০]

৩.৩ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ ঘোষণা:ইসলামি নির্দেশনা হলো আদালত অথবা ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কোনো ভোক্তা কর্তৃক অভিযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও ভোক্তা অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ পরিলক্ষিত হলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির মাধ্যমে আদালতে তলব ও বিচার কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন; তবে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনোভাবেই যেনো কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করা না হয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলল্লাহ (সা.) বলেছেন, কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না।"[১১]

এ হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে কারো যেকোনো ধরনের অনিষ্ট সাধন করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় যেমন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার মাধ্যমে বিবাদীর অনিষ্ট অতি দ্রুত রোধ করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে নিরপেক্ষ ও সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কারো বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে হবে, যেনো কারো উপর অবিচার করা না হয়। এ সম্পর্কে ইবনু আবিদীন বলেন, "যদি কোনো বিশিষ্ট মর্যাদাবান লোক থেকে কোনো ধরনের পদস্খলন ঘটে, ছোট খাট ত্রুটি সংঘটিত হয়, তাহলে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে তাকে আদালতে ডেকে এনে তার কৃত অপরাধ সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে পারেন।"[১২]

৩.৪ মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য অথবা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য নিষিদ্ধ: ইসলাম মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় অথবা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থউপার্জন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানুষের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর পণ্য সামগ্রী মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। ইসলাম কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার শামিল বলেছে। মহান আল্লাহ বলেন,"যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল।"[১৩]বিচারক তাযীরী শাস্তি হিসেবে অপরাধীর কাজ-কারবার ও লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।[১৪]

৩.৫ অপরাধের জন্য পণ্য বাজেয়াপ্ত করা ও ভেজাল পণ্য আটক: ইসলামি দৃষ্টিকোণে ভেজাল পণ্য বাজেয়াপ্ত করা ও ভেজাল পণ্য নষ্ট করে দেয়া জায়িয। যেমন দুধে পানি মিশ্রিত করে ভেজাল দিলে তা মাটিতে ফেলা জায়িয হবে। তদ্রূপ খারাপ সূতা দিয়ে কাপড় বুনলে তা ছিঁড়ে ফেলে ও আগুন

দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া বৈধ।[১৫] এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,"আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) আমার গায়েহলুদ রঙের দুটি বস্ত্র প্রত্যক্ষ করে বললেন, তোমার মা কি তোমাকে এ কাজে নির্দেশ দিয়েছেন? আমি বললাম, এ দু'টি ধুয়ে ফেলি? তিনি বললেন, বরং দুটিকেই পুড়ে ফেল।"[১৬]

৩.৬ পণ্যের মোড়ক ব্যবহার না করার দণ্ড: উক্ত আইনে পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাযথভাবে মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উর্ত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকা। মূলত ব্যবসায়ীরা মেয়াদউত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় করা, পণ্যের গুণগত মান না থাকা, উচ্চমূল্যে বিক্রয় ইত্যাদি নানাবিদ অসৎ উদ্দেশ্যে পণ্যের মোড়ক ব্যবহারে অনীহা পোষণ করে থাকে। ফলে এ ধরনের পণ্যে বিভিন্ন বিষয়ের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামি পরিভাষায় যাকে 'গারার' (الغرر) বলা হয়। পণ্যের মোড়ক না করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পণ্যের দোষ ত্রুটি গোপন করা। ইসলাম ব্যবসায় পণ্যের দোষ গোপন রাখতে নিষেধ করেছে। দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে পণ্য বিক্রি হলেও সে ব্যবসা বরকত উঠে যায়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "হাকিম বিন হাযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলল্লাহ (সা.) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়েনা যাবে, ততক্ষণ তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দু'জনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু'জনের এই ক্রয়-বিক্রয়েবরকত হবে। আর যদি তারা দু'জনে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ও দোষ গোপন করে তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত দূর হয়েযাবে।"[১৭]

৩.৭ পণ্য বা সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করার দণ্ড: উক্ত আইনের ধারা ৩৮ ও ৩৯ এর বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য বা সেবার মূল্য তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিক্রেতা মূলত একই পণ্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রির অসৎ উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবার মূল্য তালিকা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকে। এটা ভোক্তাদের সাথে স্পষ্টত প্রতারণার শামিল, ইসলামি দৃষ্টিকোণে যা নিষিদ্ধ। প্রতারণা-প্রবঞ্চনার আরবি প্রতিশব্দ আল-গাশশ الغش -এর মূল অর্থ কাউকে ধোঁকা দেয়া বা ঠকানো। আচার-আচরণ, লেনদেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়াকে বলে প্রতারণা। প্রতারণা করা হারাম। মহানবি (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১৮]

৩.৮ ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করার দণ্ড:ইসলামি আইনে মূল্য নির্ধারণ বলতে পণ্যের এমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ বোঝায় যাতে লভ্যাংশ থাকবে যেন পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার উক্ত পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী গোষ্ঠীর যেন ক্রয় করতে কষ্টসাধ্য না হয়। বিক্রেতা তার উৎপাদন খরচের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে লভ্যাংশসহ পণ্য বিক্রয় করে। বর্তমান সমাজে অনেক সময় বিক্রেতা অধিক মুনাফার আশায় নিজ খেয়ালখুশিমতো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। বাজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চললে পণ্যের মূল্যও স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই রাসুলল্লাহ (সা.) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেননি। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (সা.)-এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বললো : ইয়া রাসুলল্লাহ ! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন নবি (সা.) বললেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনিই মূল্যবৃদ্ধি করেন, তিনিই সস্তা করেন। রিযকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এ অবস্থায় যে, তোমাদের কারো

রক্ত বা ধন-সম্পদের ব্যাপারে কোনোরূপ অন্যায়-অবিচারের দাবি আমার উপর থাকবে না।"[১৯] এ সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, "উপরোক্ত হাদিসের অর্থ এ নয় যে, সর্বাবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ। যুলম করে যদি জনসাধারণের উপর এমন মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় তবে এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ হবে হারাম। একইসাথে জনগণের মাঝে ন্যায়বিচার কার্যকর করার জন্যে যদি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়, যেমন, প্রচলিত দামে বিক্রয় করতে বিক্রেতাকে বাধ্য করা অথবা প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বেশি নেয়া থেকে বাধা দেয়া হয় তবে তা শুধু জায়েয-ই নয়; বরং ওয়াজিবও বটে।[২০] সর্বোপরি, মুসলিম সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ (মাসলাহা) বিবেচনায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে এবং বিক্রেতা বা সেবাদাতাগণ সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে।

৩.৯ ভেজাল পণ্য বিক্রয় অথবা পণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণ নিষিদ্ধ: বিক্রেতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো পণ্যে ভেজাল না দেওয়া। ভেজাল একটি গর্হিত অপরাধ। ভেজাল বলতে পণ্য সামগ্রীতে বর্জ্য পদার্থ বা বিষ মেশানোকেই বোঝায় না; বরং ব্যবসায়িক লেনদেন ক্রয়-বিক্রয়ে বস্তুর দোষত্রুটি গোপন করাও পণ্যের ভেজালের অন্তর্ভুক্ত। পণ্যের ওজনে কম দেওয়া, মিথ্যা তথ্য দেওয়া ভালোমানের পণ্যে নিম্নমানের পণ্য মিশ্রণ ও মেয়াদউত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করাও খাদ্যে ভেজালের অন্তর্ভুক্ত। আর খাদ্যে সব ধরনের ভেজাল ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলল্লাহ (সা.) (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যবসায়ী! এ কী ব্যাপার?" ব্যবসায়ী বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন, "ভিজাগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে মানুষে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[২১]

ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং অসুস্থ হয়ে কষ্ট পায়। আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।"[২২]যারা খাদ্যে ভেজাল দিবে তারা অসাধু ব্যবসায়ী। তারা মহাপাপী। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

> "ইসমাঈল ইবনু উবাইদ ইবনু রিফাআ (রা.) হতে পালাক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (রিফাআ) রাসুলল্লাহ (সা.)-এর সাথে ঈদের মাঠে রাওয়ানা হলেন। তিনি (রাসুলল্লাহ সা.) লোকদের কেনা-বেচায়জড়িত দেখে বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!তারা রাসুলল্লাহ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিল এবং নিজেদের ঘাড়ও চোখ উঠিয়েতার দিকে তাকালো। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে, কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয়করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে তারা এর ব্যতিক্রম।"[২৩]

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, প্রতারণা ও গুদামজাত করার কারণে সরকার ইচ্ছে করলে বিচারক বিক্রেতাকে অন্যদেশে সাময়িক ও চিরস্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে পারে। যাতে সমাজে কেউ ভেজাল প্রতারণা, চুরি করার সাহস না পায়।[২৪]

৩.১০ অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের দণ্ড: ইসলামি দৃষ্টিকোণে যেকোনো অবৈধ কার্য, অবৈধ উপায় গ্রহণ নিষিদ্ধ। যে সব পণ্য ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে অর্থাৎ যেসব পণ্য খাওয়া বা পান করা হারাম সেসব পণ্যের কারবার বর্জন করতে হবে। যথা–মদের ব্যবসা, দেহ ব্যবসা, ভাগ্য নির্ণয়ের ব্যবসা ইত্যাদি। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো জাতির উপর কোনো খাবার হারাম

করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।”[২৫] একই সাথে হালাল পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো অবৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করাকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। যেমন, শিশুশ্রম, জোরপূর্বক শ্রম, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি। ইসলাম আমাদেরকে যেকোনো অকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা না করার নির্দেশনা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।”[২৬]এছাড়াও জননিরাপত্তা এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমিয়েআনতে আবাসিক এলাকায়কামারশালা, শস্য মাড়াইয়ের চাতাল, রন্ধনশালা বা কল-কারখানা স্থাপন করতে মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়নি।[২৭]

৩.১১ মিথ্যা বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধঃ বর্তমান সময়ে বিজ্ঞাপন দাতা তার পণ্যের গুণগাণ প্রচার করে থাকে, অনেক সময় মিথ্যা গুণাগুণও বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু তার পণ্যের দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা গোপন রাখে। ইসলাম পণ্যের বিজ্ঞাপনে এ ধরনের প্রতারণা নিষিদ্ধ করেছে। মিথ্যা তথ্য বিজ্ঞাপনের একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। আইনে থাকলেও বাস্তবে এর উল্টো চিত্র। প্রায়শই বিজ্ঞাপনে মিথ্যা তথ্য প্রচার হয়ে থাকে। ইসলাম সর্বাবস্থায় মিথ্যা পরিহারের নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করো না, জেনে-শুনে আর সত্য গোপন করো না।”[২৮]

৩.১২ প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করাঃ এক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনা হলো ক্রয়–বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই সাক্ষী রাখতে হবে। অথবা লেখার মাধ্যমে কোনো ডকুমেন্ট রাখতে হবে। বিশেষত, বাকীতে বা অগ্রিম কোনো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লিখিত প্রমাণ রাখা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে।”[২৯] বিক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতার সাথে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তা অবশ্যই তাকে পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।”[৩০]

৩.১৩ ওজন বা পরিমাপে কারচুপি নিষিদ্ধঃ ইসলাম যেকোনো পণ্যের ওজন বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরিমাপে কারচুপি করাকে নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভোক্তা অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মাপে পরিপূর্ণ পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। ইসলাম সকল ধরনের ব্যবসায়ে মাপে পরিপূর্ণ দিতে আদেশ করেছে। ইসলাম মাপে কম দেয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,“ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।”[৩১] মহান আল্লাহ আরো বলেন,“আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিও না এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।”[৩২]

৩.১৪ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলাঃ ইসলামি আইনে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা করা নিষিদ্ধ। ইসলাম মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান বিবাদির অবস্থা, মামলার পারিপাশ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় নির্ধারণ করেছে। ১. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি কুখ্যাত অপরাধী বা সন্ত্রাসী হয়, তাহলে যেসব অপরাধ সচরাচর প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য (যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ প্রভৃতি) সে সবের জন্য তাকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে স্বীকারোক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রহার করাও যেতে পারে,[৩৩] বন্দী করেও রাখা যেতে পারে।[৩৪] ২. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে জনসমাজে সুখ্যাত হয়, তাহলে তাকে কোনোভাবে নিছক অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রমাণিত

করতে না পারে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে। যাতে কোনো অসৎ ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের লোকদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।[৩৫] ৩. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি অসৎ জানা না যায়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে, যতক্ষণ না তার অবস্থা স্পষ্ট হবে।[৩৬] ৪. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি না জানা নাই, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য দুজন সাধারণ লোক কিংবা একজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে কুখ্যাত অপরাধী ও সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রে বিচারক কিংবা শাসকের অবগতিই যথেষ্ট।[৩৭] ৫. যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে হয়রানি কিংবা অপমানিত করার জন্য কোনো মামলা দায়ের করে এবং বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, বাদি অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছে, তাহলে বিচারক তাকে নীতি শিক্ষাদানমূলক যেকোনো শাস্তি দান করবেন। আর এ ধরনের শাস্তিসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাস্তি হল কারাদণ্ড। এ ধরনের শাস্তির কারণ হল, যাতে সমাজে অসৎ ও মতলববাজ লোকদের এ ধরনের মামলা দায়েরের প্রবণতা বেড়ে না যায়।[৩৮]

৩.১৫ ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির ইসলামি বিধান: ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর অধীনের বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। **প্রথমত**, কারাদণ্ডের শাস্তির ব্যাপারে ইসলামি নির্দেশনা হলো, ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে ইসলামের হুদুদ[৩৯] তথা নির্ধারিত শাস্তি নেই, তবে তাযীরী[৪০] শাস্তির আওতায় কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কেননা ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘন ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, ইসলামি বিধি-বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটনের শাস্তি হিসেবে তাযীরী শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ আইনতত্ত্ববিদ একমত পোষণ করেছেন।[৪১] সুতরাং তাযীরী শাস্তির আওতায় কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়া ছাড়াও বিচারক নির্বাসন, বয়কট, বেত্রাঘাতসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন। এ সম্পর্কে ড. আহমদ আলী বলেন, "তা'যীর হিসেবে অপরাধীদেরকে প্রয়োজনে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম বা বিনা শ্রমে কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কখনো পরিস্থিতি এরূপ হয়েদাঁড়াতে পারে যে, অপরাধীকে বন্দী করে রাখা না হলে তার কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়েওঠতে পারে। এ ধরনের অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলে তাকে যেমন তার কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে, তেমনি সে সাথে এ আশাও করা যেতে পারে, কারাগার থেকে মুক্তির পর সে কারাজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা স্মরণ করে কোনো অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে।"[৪২]

দ্বিতীয়ত, এ আইনে ভোক্তা দেওয়ানি প্রতিকার তথা ক্ষতির অর্থমূল্য পাওয়ার বিধান রয়েছে, অর্থাৎ ভোক্তা অধিকার বিনষ্টকারীর কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়ার বিধান দিয়েছে। ইসলামি আইনে অর্থদণ্ডের শাস্তি দেয়ার বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দ্বিতীয় মত হলো, তা'যীর হিসেবে কোনো অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়, কেননা এ বিষয়ে শরিয়তের নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) ও অধিকাংশ মালিকী মতাবলম্বী ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয, যদি তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে।[৪৩] ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয। তাঁদের কথা হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।[৪৪] এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, রাসুলল্লাহ (সা.)-কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোনো উপায়ে তা ছিঁড়ে নেয়নি, তা খেলে তাতে কোনো অপরাধ হবে না। আর যে তা কোনো জিনিসের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে

হবে।"[৪৫] তাছাড়া খুলাফা রাশিদূন যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশও জরিমানা হিসেবে নিয়ে নিতেন।[৪৬] এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ নয়। সর্বোপরি সাধারণ অবস্থায় অর্থ জরিমানার শাস্তি না দেয়াই হল মূল বিধান। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনোভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বিচারক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারে। তবে আরোপিত অর্থ অভিযোগকারীকে দেয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট শরয়ী নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, এ আইনে ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের কারণে প্রাণহানির মতো ঘটনার ক্ষেত্রেও শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধানের সাথে ইসলামি বিধানের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণে এ ধরনের হত্যাকে 'কারণবশত হত্যা' বলে। এটি এমন এক ধরনের হত্যা যাতে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাবজনিত কাজের ফলে অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হওয়া। এ ধরনের হত্যায় অপরাধীর হত্যা করার ইচ্ছা থাকে না; বরং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়েছে। যেমন, ভেজাল পণ্য খেয়ে কারো মৃত্যু হওয়া। এই প্রকার হত্যায় ইসলামি শাস্তি হলো, এ প্রকারের হত্যায় মৃত্যুদণ্ড হবে না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৪৭] হত্যাকারীর পরিবার নিহতের পরিবারকে একশ উট বা এক হাজার দিনার অথবা দশ হাজার দিরহাম পরিমাণ সম্পদ প্রদান করবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জীবনহানিতে দিয়াত হলো ১০০ উট।"[৪৮] তবে উপরিউক্ত শাস্তির বিধানে নিহতের পরিবার ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর পরিবারকে (অর্থ জরিমান নিয়ে অথবা অর্থ জরিমানা ছাড়া) ক্ষমা করে দিতে পারে।

দ্রুত বিচার সম্পন্ন: উক্ত আইনের ৫৭ থেকে ৬৪ নং ধারায় অপরাধ সংঘটনের ৩০দিনের মধ্যে অভিযোগ আরোপ এবং অভিযোগ প্রাপ্তির পর দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পর যথাশীঘ্র অভিযোগ আরোপ এবং দ্রুত বিচার কার্য সম্পন্ন করার ব্যাপারে সমর্থন করে। কেননা এতে অত্যাচারের শিকার ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রতীক্ষার অবসান ঘটে এবং অত্যাচারীর ত্বরিত শাস্তি হয় এবং অত্যাচারও বন্ধ হয়। কিন্তু ত্বরিতগতি অবলম্বন অর্থ শুনানি, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন, সাক্ষ্যগ্রহণ ইত্যাদি সীমিত করা বা এড়িয়ে যাওয়া নয়; বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার শর্তে বিচারক কোনো প্রকার গড়িমসি না করে যত দ্রুত বিচারকার্য শেষ করা যায় এটিই দ্রুত বিচার। শরিয়াহ আইনের দৃষ্টিতে বিচার দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করাই স্বাভাবিক অবস্থা বা সাধারণ নীতি। মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে লিখিত পত্রে ওমর (রা.) বলেন, "যার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি (অভিযুক্ত), তার ব্যাপারটি দ্রুত দেখবে। কেননা তার বন্দিত্ব দীর্ঘায়িত হলে সে অধিকার বঞ্চিত হবে।"[৪৯] দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইয্যুদ্দীন ইব্ন আব্দুস সালাম বলেন, "বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং প্রকৃত হকদারকে তার অধিকার পৌঁছে দেয়া। তাই যত দ্রুত সম্ভব বিচারকার্য সম্পন্ন করা ও ত্বরিত পন্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক, যাতে প্রকৃত হকদারকে অধিকার প্রদান এবং জালিম ও অধিকার খর্বকারীর জুলুমের অবসান করা যায়।"[৫০]

৩.১৬ অপরাধ পুনঃসংঘটনের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি : ইসলামি শরিয়ায় একই ব্যক্তি একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে তাকে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে অপরাধীকে অবহিত করা। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। যদি চতুর্থবার পান করে, তবে তাকে হত্যা কর। তিনি বলেন, পরে অনুরূপ একজন ব্যক্তিকে রাসূল (সা.)-এর নিকট আনা হ'লে তিনি তাকে প্রহার করেন। কিন্তু হত্যা করেননি।"[৫১]

সুপারিশমালা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি কার্যকর আইন। এ আইনের বিধানাবলি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। তদুপরি দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় এ আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি বিবেচনায় নিম্নোক্ত সুপারিশ চিহ্নিত করা যায়।

- অনিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসা।
- শাস্তির বিধান বাস্তবায়নে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি না করা।
- অভিযোগ দায়ের সময়সীমা যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, কেননা ইসলামি দৃষ্টিকোণে সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে যেকোনো সময়ই প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে ভোক্তার।
- পণ্যের ত্রুটি পরীক্ষার খরচ ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রেতাকে বহন করার বিধান সংশোধন।
- বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত হলে সরাসরি মামলা দায়ের বা প্রতিকারের বিধান সংযোজন।
- ভোক্তা অধিকার আইনের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের অধিকার সংযোজন।
- নকল, ভেজাল বা ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর পাশাপাশি বিক্রেতাকে শাস্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে ক্রেতা, বিক্রেতা, উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, সংরক্ষণকারী সকলকে সচেতন করে তোলা।
- ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের শরয়ী বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি মিডিয়ায় আলোচনা, সভা ও সেমিনার করা।

উপসংহার

ইসলাম পণ্য ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণসহ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সকল স্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকার সুরক্ষায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় ২০০৯ সালে প্রণীত 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' একটি তাৎপর্যপূর্ণ আইন। এ আইনের বিধানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দেশব্যাপী ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিদপ্তরের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রশংসার দাবিদার। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ আইনের বিষয়াদি ইসলামি দৃষ্টিকোণে সচেতন করা এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে প্রবন্ধে উপস্থাপিত পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র :

১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন*, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন) [এপ্রিল ৬, ২০০৯], প্রস্তাবনা

২ পূর্বোক্ত, ধারা নং : ২.ঙ

৩ পূর্বোক্ত, ধারা নং : ৮.ক-৮.ঝ

৪ *জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরবার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১-২০২২ (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ২০২২), পৃ. ৩

৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৬ পূর্বোক্ত

৭ আসাদ আল মাহমুদ, "ভোক্তা অধিদপ্তরে জনবল সংকট, ১২ বছরে অভিযোগ নিষ্পত্তি ৮৩ হাজার", *রাইজিংবিডি.কম*, ১৫ মার্চ ২০২৩, অনলাইন ভার্সন- https://www.risingbd.com/national/news/497062, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩

৮ আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আন্ নিসাপুরী, *আস সহিহ* (বৈরুত : দারু ইহইয়া আত্ তুরাছ আল আরাবী, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৯৯, হাদিস নং : ১০২

৯ আতা শাহওয়ী, *আল হিসবাহ ফিল ইসলাম* (দারুল উরুবাহ প্রকাশনী, তা.বি), পৃ. ১৭

১০ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩)

১১ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .[আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস সুনান* (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৭৮৪, বাব: বাবুল হুকরাতি ওয়ালজালবি, হাদিস নং : ২৩৪১]

১২ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১২ হি), খ. ৪, পৃ. ৬২

১৩ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا (আল কুরআন, ৫ : ৩২)

১৪ ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫), পৃ. ৩২১

১৫ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা* (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুয়ূন আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫), খ. ১২, পৃ. ২৭২

১৬ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا " . قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا . قَالَ " بَلْ أَحْرِقْهُمَا " . (ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৪৭, হাদিস নং : ২০২৭/২৮)

১৭ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৬৪, হাদিস নং : ১৫৩২/৪৭)

১৮ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي . (ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৯, হাদিস নং : ১০২)

১৯ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ(ইমাম ইবনে মাজাহ, পূর্বোক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৪১, হাদিস নং : ২২০০)

২০ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭

২১ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .(ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৯, হাদিস নং : ১০২)

২২ وَالَّذِيْنَيُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا (আল কুরআন, ৩৩ : ৫৮)

২৩ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمُصَلَّى فَرَاَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " . فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَفَعُوا اَعْنَاقَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ اِلَيْهِ فَقَالَ . اِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ .[আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, *আস-সুনান* (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫০৭, হাদিস নং : ১২১০]

২৪ প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, "মুনাফাখোরী মজুদদারী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ", *ইসলামি আইন ও বিচার*, বর্ষ-৬, সংখ্যা-২১, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃ. ৪৪-৪৫

২৫ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ[আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মূসা আবু বকর বায়হাকী, *আস সুনানে কুবরা* (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ২১, বাবঃ বাবু তাহরীমি বাইঈল খামরি ওলমাইমাতি ওলখিনজীর ও আসনাম, হাদিস নং : ১১০৫১]

২৬ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (আল কুরআন, ৫ : ২)

২৭ আল মাজাল্লাহ (দি অটোম্যান কোর্টস ম্যানুয়াল হানাফী), ক্রমিক নম্বর ২৪৩২ অনুচ্ছেদ ১২০০

২৮ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (আল কুরআন, ২ : ৪২)

২৯ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ (আল কুরআন, ২ : ২৮২)

৩০ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (আল কুরআন, ৫ : ১)

৩১ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . (আল কুরআন, ৮৩ : ১-৩)

৩২ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ .(আল কুরআন, ২৬ : ১৮৩)

৩৩ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা* (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুয়ূন আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫), খ. ১৬, পৃ. ৯২

৩৪ কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কদীর শারহুল হিদায়া* (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি), খ. ৫, পৃ. ৩৫২

৩৫ ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ৩২৭-৩২৮

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

৩৭ সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, পূর্বোক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৯৫

৩৮ ইব্রাহীম ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাতুল হুক্কাম* (বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, তাবি), খ. ২, পৃ. ৩০০

৩৯ হুদুদ হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। আবূ বকর মুহাম্মদ আস সারাখসী বলেন, "হুদূদ হলো কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।" [শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ আস সারাখসী, *উসূল আল সারাখসী*, (হায়দারাবাদ, তাবি), খ. ৯, পৃ. ৩৬]

৪০ তাযীর শব্দের অর্থ হলো বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা। শরিয়তের পরিভাষায় তাযীর হলো- আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরিয়ত নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি কিংবা কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তাযীর বলে। [ইমাম ইবনুল হুমাম, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১২]

৪১ ড. আহমদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭

৪৩ মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ তাবি), খ. ৪, পৃ. ৬১

৪৪ ইবনে তাইমিয়্যাহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ. তাবি), খ. ৪, পৃ. ২১১-২১২

৪৫ مَنْ اَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ[আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানি, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.),খ. ৪, পৃ. ১৩৭, হাদিস নং : ৪৩৯০]

৪৬ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবূ বকর বিন আইয়ূব বিন সাদ শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যা, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ* (দামেশক : মাকতাবাতু দারিল বয়ান, তাবি), পৃ. ২২৭

৪৭ ড. আহমদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪

৪৮ وَاِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ[মুহাম্মদ বিন হিব্বান আহমদ বিন হিব্বান বিন মাআয বিন মা'বাদ, *আসসহীহ* (বৈরূত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৮),খ. ১৪, পৃ. ৫০৭, হাদীস নং : ৬৫৫৯]

৪৯ মুহাম্মদ রাওয়াস কালআজী, *মাওসূআতু ফিকহি উমার ইবনিল খাত্তাব* (বৈরূত : দারুন নাফাইস, ১৯৮৯), পৃ. ৭২৬

৫০ ইযযুদ্দীন ইব্ন অব্দুস সালাম, *কাওয়াইদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম* (বৈরূত : দারুন মাআরিফ, ১৯০০), খ. ২, পৃ. ৩৫

৫১ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِيْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ- قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ- (ইমাম তিরমিযী, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮, হাদিস নং : ১৪৪৪)

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ১৮.১০.২০২৩